কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৫

এসএসসিতে এক দিনে দুটি পরীক্ষা নয়

গতকাল সরগরম ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

হরতাল-অবরোধের কারণে কয়েক দফা পেছালেও এক দিনে এসএসসি ও সমমানের দুটি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'অনেকে বলছেন, এক দিনে দুই পরীক্ষা নিতে। আবার অনেকেই এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এটা গুজব, আপনারা এই গুজবে কান দেবেন না। আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশি, তাদের মনের কথা বুঝি। আমরা দিনে দুটি করে পরীক্ষা দিয়েছি, তবে সেই দিন আর নেই। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ওইভাবে বেড়ে ওঠেনি। তারা এক দিনে দুটি পরীক্ষা দিতে চায় না। তাই প্রয়োজনে সময় বেশি লাগুক, কৌশলে পরীক্ষাগুলো শেষ করে ঠিক সময়েই ফল দিয়ে দেব।'

গতকাল শুক্রবার সকালে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

এসএসসিতে এক দিনে দুটি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শেষে অভিভাবক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে শিক্ষামন্ত্রীকে দেখে তাঁর কাছে সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানান অনেক অভিভাবক।

গতকাল অনুষ্ঠিত হয় এসএসসির ইংরেজি প্রথম পত্র, মাদ্রাসার আরবি প্রথম পত্র ও কারিগরির গণিত বিষয়ের পরীক্ষা। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের টানা অবরোধের সঙ্গে হরতালের কারণে গত ৮ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা পিছিয়ে গতকাল সকাল ৯টায় নেওয়া হয়। আর ১০ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা নেওয়া হবে আজ শনিবার সকাল ১০টায়।

মন্ত্রী বলেন, 'গায়ের জোরে পরীক্ষা নেব সেই শক্তি আমাদের নেই। আর শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। হরতাল কেউ মানছে না। রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয় প্রতিদিন। চাইলে আমরা পরীক্ষা নিতে পারি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হরতাল কেউ না মানলেও চোরাগোপ্তা পেট্রলবোমা মারা হচ্ছে। তাই সময় বেশি লাগলেও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাই আমাদের কাছে মূল বিষয়।'

হরতালের মধ্যে শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে পরীক্ষায় বসছে বলেও মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী। বোমা মেরে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে বিএনপি জোটের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পারলে মানুষ নিয়ে গণ-অভ্যুত্থান করে ক্ষমতায় যান। দয়া করে আর হরতাল দেবেন না, আমি করজোড়ে বলছি।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি সূত্র জানায়, সারা দেশের ১০ বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল চার হাজার ৮৮৭ জন। তবে আগের দুই দিনের তুলনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। প্রথম দিন অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয় ১৯ পরীক্ষার্থী এবং দ্বিতীয় দিন ৭১ জন। তৃতীয় দিন সেই সংখ্যা ১৫১ জনে দাঁড়িয়েছে। আর প্রথম দিন বহিষ্কার হয়েছিলেন তিনজন শিক্ষক, দ্বিতীয় দিন সেই সংখ্যা ছিল শূন্য। তৃতীয় দিনে বহিষ্কার হয়েছেন ১৪ জন শিক্ষক। গতকালের পরীক্ষায় বহিষ্কৃত শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১০, বরিশালে দুই ও মাদ্রাসা বোর্ডে রয়েছেন দুইজন।

এ ছাড়া গতকাল ঢাকা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৮৫৪ জন শিক্ষার্থী, বহিষ্কার হয়েছে ১৮ জন; রাজশাহীতে অনুপস্থিত ৩৩৮, বহিষ্কার চারজন; কুমিল্লায় অনুপস্থিত ৪৩৫, বহিষ্কার আটজন; যশোরে অনুপস্থিত ৪৬৭, বহিষ্কার ছয়জন; চট্টগ্রামে অনুপস্থিত ২০৯, বহিষ্কার একজন; বরিশালে অনুপস্থিত ১০৪, বহিষ্কার তিনজন; সিলেটে অনুপস্থিত ৪১২, বহিষ্কার নেই; দিনাজপুরে অনুপস্থিত ১৫৭, বহিষ্কার ৯ জন; মাদ্রাসা বোর্ডে অনুপস্থিত ১৪৭, বহিষ্কার ২৭ এবং কারিগরি বোর্ডে অনুপস্থিত এক হাজার ১০৮, বহিষ্কার হয়েছে ৭৫ জন।

হরতালের কারণে গত ২, ৪, ৮ ও ১০ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চারটি পরীক্ষাই সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার নেওয়া হচ্ছে। একই কারণে গত ১২ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষার নতুন তারিখ এখনো জানানো হয়নি।

ছুটির দিনে রাজধানীর স্কুল-কলেজ সরগরম : আগের দুই দিনের মতো গতকালও আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা। গতকাল সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার হলেও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছিল খোলা। হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের সব প্রতিষ্ঠানই খোলা রাখা হয়। একে তো পরীক্ষা, তার সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা, সব মিলিয়ে স্কুল-কলেজগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। যার প্রভাব পড়ে রাজধানীর রাস্তাঘাটেও।

বড় বড় সড়কের পাশে অবস্থিত স্কুল থেকে শুরু করে অলিগলির প্রতিষ্ঠানেও এদিন পাঠদান করা হয়। শিশু শিক্ষার্থীরা বাবা-মায়ের হাত ধরে হয় ক্লাসমুখী।

জানা গেছে, ভিকারুননিসা, মতিঝিল আইডিয়াল, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন বাংলা মাধ্যমের স্কুলে শুক্রবার ক্লাস হয়েছে। ক্লাস হয়েছে ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল, সালভেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলসহ বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলেও। সালভেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কায়েস বিন তাওসিফ জানায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কর্মদিবসে তাদের ক্লাস হয় না। গত শুক্র-শনিবার তারা ক্লাস করেছে। এই সপ্তাহের দুটি ছুটির দিনেও ক্লাস হচ্ছে। ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মাসিয়াত ও মাহিয়ান। ছুটির দিনে সকাল ৮টায়ই বাবা মুজিব মাসুদ তাদের স্কুলে নিয়ে আসেন। মুজিব জানান, গত সপ্তাহের শুক্রবারও তাঁরা স্কুলে এসেছেন। ওই দিন ক্লাস হয়নি, এর আগে দেওয়া দেড় মাসের বন্ধের পড়া পর্যালোচনা হয়। এরপর এক সপ্তাহের পড়া দেওয়া হয়েছিল। তবে এই শুক্রবার ক্লাস হয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম জানান, এই শুক্রবার তাঁরা কেবল ছাত্রীদের ডেকেছিলেন। তাদের মধ্যে ডায়েরি, সিলেবাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়। শনিবার ছাত্রদের স্কুলে ডাকা হয়েছে।

ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাকসুদ উদ্দিন বলেন, 'ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শুক্র-শনিবার আমরা ক্লাস-পরীক্ষা নিচ্ছি। শুক্রবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শাখায় হয়েছে ক্লাস। শনিবারও ক্লাস হবে।